সংবাদ

11 AUG 2008

৭ ৬

ফিচার

বস্তির শিশুরা শিক্ষার সুযোগ কতটা পাচ্ছে

ডলি আকতার

দশ বছরের শিশু নাজমা আকতার তেজগাঁও শিল্প এলাকার কুনিপাড়া হ্যাপি হোমস স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। হ্যাপি হোমস নামটি সুন্দর হলেও এটি বস্তির একটি স্কুল। নাজমার বাবা মিজান মিয়া রিকশা চালান, মা রাবেয়া বেগম বিভিন্ন বাসাবাড়িতে আয়ার কাজ করেন। নাজমারা চার বোন দুই ভাই। নাজমার স্বপ্ন স্কুলশিক্ষিকা হবে। কিন্তু অভাবের কারণে তার পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে যায়। এখন সে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে। মা সারাদিন থাকে না বলে ঘরের কাজও তাকেই করতে হয়। নাজমা জানায়, 'অভাবের কারণেই আমি স্কুলে যেতে পারিনি। সুযোগ পেলে আমিও ভাল করতাম।'

ওই বস্তিতেই বসবাসরত মো. শহিদুল ইসলাম বললেন, 'আমি লেদার ওয়ার্কশপে কাজ করে যে টাকা পাই তা দিয়ে ৫ জনের সংসার চলে না। আমার বড় ছেলে তেজগাঁও শিল্প এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত। কিন্তু সেখানে স্কুলের নিয়ম হলো ওই স্কুল থেকে খাতা ও কলম দাম দিয়ে কিনতে হয়, যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এখন ছেলের পড়া বন্ধ।'

বস্তির শিশুদের নিয়ে কাজ করে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান 'কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর' (কাপ)- এর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কাইউম খান বললেন, 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা আমাদের মৌলিক অধিকার। অথচ এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আজ স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পরও আমরা আমরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দরিদ্র বস্তিবাসীদের বেলায় এই সমস্যা আরও প্রকট। বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। শিক্ষা এমন এক সৃজনশীল শক্তি যা ব্যক্তি তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সাহায্য করে।'

তিনি দরিদ্র বস্তিবাসী শিশু কিশোরদের শিক্ষা যে কারণে ব্যাহত হচ্ছে তা তুলে ধরেন। যেমন- ১. দরিদ্র্যতার কারণে বস্তিবাসী বাবা-মারা অল্প বয়সেই সন্তানদের অর্থ উপার্জনে অর্থাৎ শিশুশ্রমে বাধ্য করে। ২. অতিরিক্ত জনসংখ্যা শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ৩. চরম দরিদ্র্যতার কারণে স্কুলগামী শিশু-কিশোরদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ৪. বাবা-মায়ের অজ্ঞতা ও সামাজিক সচেতনতার অভাব। ৫. ধর্মীয় গোঁড়ামি বা কুসংস্কার ও নারী শিক্ষার নিম্নহার। ৬. জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব। ৭. শিশু-কিশোরদের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

ইউনিসেফ প্রকাশিত 'প্রগতির পথে ২০০৩'-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ঢাকা সিটির বস্তিবাসী শিশুদের ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ৫৪ দশমিক ৫ শতাংশ বালক এবং ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ বালিকা স্কুলে যায়। সঠিক সময়ে মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজের জেনারেল সেক্রেটারি ড. নুরুল ইসলাম বলেন, 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২ কোটি ২০ লাখ লোক বাস করে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৩শ' বস্তিতে প্রায় ৫০ হাজারের বেশি লোক বাস করে। তারা সবাই দরিদ্র এবং নিজেদের কোন বিষয়ে সচেতন নয়। সুশীল সমাজের কিছু অংশ এবং বেসরকারি সংস্থা তাদের উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে শিশুশিক্ষা বিষয়ও রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অল্প।'

চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশন সেকশনের প্রজেক্ট অফিসার সাইদুল হক বললেন, 'বস্তির শিশুদের শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ যৌথভাবে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।' কিন্তু বস্তিবাসী সুরক্ষা কমিটির সদস্য ফাতেমা বললেন, 'আমরা কোন সুযোগ পাইনি। তাছাড়া বিভিন্ন এজিওতে যে স্কুল আছে সেখানে ৫ম শ্রেণীর বেশি পড়ানো হয় না এবং সবাই সে সুযোগও পায় না।'

গুলশানের কড়াইল বস্তির হালিমা বললেন, 'আমাদেরও ইচ্ছা হয় সন্তানদের স্কুলে পাঠাই; কিন্তু টাকা-পয়সার জন্য পারি না। স্কুল থেকে যদি স্কুল পোশাক, খাতা-কলম এসব দিত তাহলে সব শিশুই স্কুলে যেত।' কয়েকজন শিক্ষাবিদ বললেন, 'নানা কারণে বস্তির শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে অন্যতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও শিক্ষার অভাব। কেননা এদের ৯৮ শতাংশের বাবা-মা কখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি। অনেকেই বস্তি পুড়ে যাওয়া, বস্তি উচ্ছেদ, বন্যা ইত্যাদি কারণে ভাসমান জীবনযাপন করে। ফলে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পায় না।'

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিচালিকা আয়েশা খানম বললেন, 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, দারিদ্র, অপুষ্টি, নিরাপত্তার অভাবের কারণে বস্তির শিশুদের শিশুকাল থেকেই জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা মানবাধিকার লংঘনের শামিল।'

কাপ-এর সম্ভাব্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এবার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে গ্লোবাল একশন ফর এডুকেশনের গ্লোবাল একশন সপ্তাহ-২০০৬ উপলক্ষে গরিব বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষা অর্জনে কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরেছেন :

১. নগর দরিদ্র বস্তিবাসীর শিশু-কিশোরদের শিক্ষার সুযোগ ও নগর দরিদ্র শিশু-কিশোর সংগঠন শক্তিশালী করা। ২. জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সকল বস্তির শিশু-কিশোরদের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। ৩. নগরের দরিদ্র শিশু-কিশোরদের চিহ্নিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ের জন্য সরকার পর্যায় থেকে সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৪. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন বস্তিতেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এনজিওগুলোর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘন ঘন বস্তি উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ হয়ে যায়, ফলে শিক্ষা গ্রহণ বিঘ্নিত হয়। ৫. সুপারিশকৃত প্রতি ১৫শ' জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ। ৬. বস্তিবাসী শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত ব্যবস্থায় শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসে। ৭. নগর দরিদ্র বস্তিবাসীদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিপ্রদান ও উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে কার্যকর সহায়তা প্রদান। ৮. এনজিও ও সরকারের সহায়তায় সমন্বিতভাবে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে বিশেষ করে বস্তিবাসী শিশু-কিশোরদের জন্য কার্যকর নীতি প্রয়োজন ও অতিদ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ৯. নগর দরিদ্র বস্তিবাসীর জন্য 'বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বেষ্টনী' গড়ে তোলা। ১০. বেসরকারিভাবে বস্তিবাসী শিশু কিশোরদের শিক্ষা গ্রহণের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সরকারিভাবে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ বস্তিত এই বস্তিবাসী শিশুদের জন্য নেই। ডিসিসি বর্তমানে এ ব্যবস্থায় ৪০০০ শিশুর জন্য একটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি উদ্যোগের সহযোগিতার পাশাপাশি সরকারের আরও উদ্যোগের প্রয়োজন। ১১. সমাজের সুবিধাভোগী অংশ তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজে পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ তৈরি ও সুযোগের ব্যবস্থা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

বস্তির শিশুদের নিয়ে কাজ করে এ রকম প্রতিষ্ঠান গ্রাসরুটস লেভেল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস (জিএলডিপি)-এর তথ্য অনুযায়ী- 'ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত আরও বাড়ছে দরিদ্র জনসংখ্যার হার এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়। এর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। বলা হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়ছে দারিদ্র্য, বাড়ছে খাদ্যের সমস্যা এবং বাসস্থানের সমস্যা। এর ফলে দরিদ্র জনগণ তাদের সন্তানের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে রোজগার করতে পাঠান। এভাবে তারা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর কারণে অনেক শিশু বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যাচ্ছে, পঙ্গুত্ববরণ করছে এবং পরিবার তথা রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে যাচ্ছে।'

কাপ-এর নির্বাহী পরিচালক এই সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বললেন :

১. সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে। ২. বস্তিবাসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ৪. পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে উৎসাহ দিতে হবে। ৫. শিশুশ্রম বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ৬. স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ৭. অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি বইখাতা, ইউনিফর্ম এসব ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে।

সৈয়দ আজিজুল হক তার বাংলাদেশে শিশু অধিকার বইতে বলেছেন, 'বস্তিকে সমাজে দুর্বল ভিত্তির সমাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দরিদ্র শিশুরা অশিক্ষিত বাবা-মার গৃহে বা বস্তিতে জন্মগ্রহণ করে। অসংখ্য এনজিও দরিদ্র বস্তির শিশুদের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের ব্যাপারে প্রধান সমস্যা কিন্তু অর্থ-সম্পদের স্বল্পতা নয়, প্রধান বাধা হলো শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর সামাজিক সম্মতি এবং গরিব শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধা।'

নিউজ নেটওয়ার্ক